গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বিস্ফোরক পরিদপ্তর
সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০।
ওয়েবসাইট: www.explosives.gov.bd

২০২০-২০২১ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে শুদ্ধাচার/উত্তম চর্চার বিষয়ে সেবা গ্রহীতা/অংশীজনদের অবহিতকরণের তৃতীয় সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি : আবুল কালাম আজাদ
তারিখ : ২৩ মার্চ ২০২১
সময় : বিকাল ২.০০ ঘটিকা
স্থান : অনলাইন, জুম মিটিং
উপস্থিতি : রেকর্ডেড

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। সভাপতির অনুমতিক্রমে সভার শুরুতে বিস্ফোরক পরিদপ্তরের বিস্ফোরক পরিদর্শক, জনাব মনিরা ইয়াসমিন আলোচ্যসূচি উপস্থাপন করেন। শুদ্ধাচার ও উত্তম চর্চার গুরুত্ব সভাপতি তাঁর আলোচনার মাধ্যমে সভায় তুলে ধরেন। শুদ্ধাচার ও উত্তম চর্চার গুরুত্বারোপ করে তিনি বলেন, ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে শুদ্ধাচার ও উত্তম চর্চা অপরিসীম ভূমিকা পালন করে। সেবা গ্রহীতা এবং সেবা দাতা উভয়ের ক্ষেত্রে শুদ্ধাচার ও উত্তম চর্চার ভূমিকা রয়েছে।

বিস্ফোরক পরিদর্শক, জনাব মনিরা ইয়াসমিন সভাকে অবহিত করে বলেন, সেবা গ্রহিতাদের মতামত প্রদানের জন্য গ্রহণ প্রেরণ শাখায় মতামত বক্স রাখা হয়েছে। তিনি বলেন, সেবা গ্রহিতাদের সুবিধার্থে কর্মচারীদের কাযবন্টনের অফিস আদেশ ওয়েবসাইটে দেওয়া হয়েছে। মন্ত্রণালয়ে প্রেরিত শুদ্ধাচার/উত্তম চর্চা তালিকা সম্পর্কে সবাইকে জানান। তিনি বলেন, প্রেরিত তালিকা অনুযায়ী উত্তম চর্চা করা হয়।

তিনি আরও বলেন, কোভিড পরিস্থিতিতে স্বাস্থ্যবিধি মেনে অফিস পরিচালনার জন্য সেবা গ্রহিতাদের সহযোগিতা একান্ত কাম্য। অফিসের ছোট স্পেসে স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করার ক্ষেত্রে সেবা গ্রহিতাদের লাইন ধরে কক্ষে প্রবেশের অনুরোধ করেন। একজন কাজ শেষ করে বের হলে অন্যজনকে প্রবেশের অনুরোধ করেন। কোভিড-১৯ মোকাবেলায় বিস্ফোরক পরিদপ্তরের বিভিন্ন কক্ষের দরজায় "NO FACE MASK NO ENTRY" সতর্কবাণী সম্বলিত লিফলেট টাঙ্গানো হয়েছে। সেবা গ্রহীতাদের জন্য হ্যান্ড স্যানিটাইজার রাখা হয়েছে।

সভাপতি জানান, সেবা গ্রহীতাদের সাথে সহযোগিতাপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখার ব্যাপারে সকল কর্মকর্তা কর্মচারীকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়। সেবা গ্রহীতাদের যেকোনো জিজ্ঞাসা সঠিক জবাব প্রদানে সচেষ্ট থাকার জন্য সকলকে নির্দেশনা দেয়া হয়। এক্ষেত্রে নিয়মিত সংশ্লিষ্ট বিধিবিধান সম্পর্কিত প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়।

লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেডের প্রতিনিধি জনাব মোঃ সানি আব্দুল্লাহ বলেন, আমরা এ দপ্তর হতে প্রায় ২০-৪০ বছর যাবৎ সেবা গ্রহণ করে আসছি। এ দপ্তর কর্তৃক প্রাপ্ত সেবা নিয়ে সন্তুষ্টি প্রকাশ করে তিনি বলেন, আগের চেয়ে এখণ অনেক দ্রুত সেবা পাচ্ছি। তিনি আরও বলেন, আবেদন জমা দেওয়ার পর কাজের অগ্রগতি কতটুকু, সংশ্লিষ্ট ডেস্ক অফিসার সম্পর্কে না জানার কারণে লাইসেন্স প্রাপ্তিতে বিলম্ব। সে ক্ষেত্রে কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে জানা থাকলে সুবিধা হয়। হসপিটালগুলোতে গ্যাসাধার স্থাপনের লাইসেন্স প্রাপ্তির ক্ষেত্রে নকশা অনুমোদন,

পরিদর্শন করে ধাপে ধাপে প্রায় ২.৫/৩ মাস সময় লেগে যায়। কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে হসপিটালে গ্যাসাধার স্থাপনের আবেদন নিষ্পত্তিতে অগ্রধিকার প্রদান করলে ভালো হয়।

সভাপতি লিন্ডে বাংলাদেশ প্রতিনিধিকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে অত্র দপ্তর সেবা গ্রহীতাদের সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে সচেষ্ট রয়েছে। হসপিটালে গ্যাসাধার স্থাপনের ক্ষেত্রে যাতে অগ্রধিকার প্রদান করা হয় সে ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট অফিসারদের নির্দেশনা প্রদান করা হবে।

সভায় বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

(ক) সেবা গ্রহীতাদের সাথে সহযোগিতাপূর্ণ মনোভাব পোষণ করতে হবে।

(খ) কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে স্বাস্থ্যবিধি মেনে সকল কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে।

(গ) কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে হসপিটালে গ্যাসাধার স্থাপনা লাইসেন্স মঞ্জুরের ক্ষেত্রে অগ্রধিকার প্রদান করতে হবে।

২। সভায় আর কোনো আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কার্যক্রম সমাপ্তি ঘোষনা করেন।

(আবুল কালাম আজাদ)
প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক, বাংলাদেশ
টেলিফোন: ৯৩৪৫২৫৮
ই-মেইল: dhaka@explosives.gov.bd